তারিখ 29 NOV 1986
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

129

বর্তমান ব্যবস্থা চালু থাকা পর্যন্ত দুর্নীতি বাড়তেই থাকবে : শামসুল হক

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের সুপারিশ অনুমোদিত হয়নি

॥ কাশেম হুমায়ূন ॥

পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি '৮৬ প্রদত্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহ মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি বলে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের একটি সূত্রে জানা গেছে।

সুষ্ঠু পরীক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৮৫ সালের ৩০শে নভেম্বর প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক মুহম্মদ শামসুল হকের নেতৃত্বে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট 'পরীক্ষা-উন্নয়ন কমিটি' গঠন করে। এই কমিটি প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের লক্ষ্যে যে সব সুপারিশ পেশ করেছিল, তার উপর ভিত্তি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কয়েকটি প্রস্তাব মন্ত্রি পরিষদের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করেছিল।

এসব প্রস্তাবের মধ্যে ছিল নতুন ৫টি শিক্ষা বোর্ড স্থাপন, শিক্ষকদের পেশাগত ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের সুষম সংমিশ্রণ, প্রত্যেক উপজেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি।

সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সূত্রটি জানান, মন্ত্রিপরিষদের সাম্প্রতিক এক বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবগুলোর পক্ষে এবং বিপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। শেষ পর্যন্ত বৈঠকে প্রস্তাবসমূহ অনুমোদিত হয়নি।

পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, এই সংস্কার একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরীক্ষা ব্যবস্থার সকল উন্নয়ন ও সংস্কার শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার এবং উন্নয়নের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংপৃক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল। অতএব, এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বর্তমান আঙ্গিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা না করে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়।

অধ্যাপক শামসুল হকের সাক্ষাৎকার

পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান, প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক এম, শামসুল হক 'সংবাদ' প্রতিনিধিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা যতদিন চালু থাকবে, ততদিন দুর্নীতি বাড়তেই থাকবে, সম্পদ এবং অর্থের অপচয় হবে। এটা জাতির অগ্রগতির জন্য অশুভ এবং অকল্যাণকর।

পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে তিনি বলেন, দেশের বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী এবং চিন্তাবিদ ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ আল-মুতি-শরফুদ্দিন, ডঃ ইকবাল মাহমুদ, ডঃ হারুনুর রশীদ প্রমুখ সমন্বয়ে গঠিত ২৫ সদস্যের পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির সুপারিশ প্রণয়ন করতে ৭ মাস সময়

(৭-এর পাতায় দেখুন)

তারিখ 29 NOV 1986
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক সংবাদ

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি

(১ম পাতার পর)

লেগেছে। এই কমিটির সুপারিশগুলো জনমত সমর্থিত।

অধ্যাপক এম, শামসুল হক বলেন, পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে আসে যে, বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি জাতির জন্য অভিশাপ। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে দূষিত করেছে, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সুপ্ত-সৃজনী প্রতিভার বিকাশকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত করেছে। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে পাস করাটাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের জন্য হয়েছে বিরাট অপচয়।

'সংবাদ' প্রতিনিধিকে তিনি বলেন, পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি পর্যালোচনা করে দেখেছে যে, যেকোন শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ ভূমিকা হলো, শিক্ষার যেসব জাতীয় লক্ষ্য সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর বিকাশের লক্ষ্য অর্জনে কতটা অগ্রগতি হয়েছে তার মূল্যায়ন এবং শিক্ষার অগ্রগতির পথে উদ্দীপনার সঞ্চার করা। সাথে সাথে বিভিন্ন ব্যক্তির বৃত্তির জন্য যে প্রবণতা তা নির্ধারণ করা। এসব লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন সময় শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের যে সব ব্যবস্থা গৃহীত হয়, পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার না হওয়ায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের মূল বাধা হচ্ছে আমাদের মানসিকতা। যদিও আমরা সকল ঔপনিবেশিক আমলের নিন্দায় সোচ্চার, কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কারের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও আমাদের অনীহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঔপনিবেশিক আমলের শাসকদের স্বার্থে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনে আমাদের মানসিকতা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি বলেন, পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির মতে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার জাতীয় স্বার্থে অপরিহার্য। পরীক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে এই কমিটি বিশেষ যত্নের সাথে অগ্রসর হয় এবং তাদের সুপারিশগুলো যেন বাস্তবধর্মী ও গ্রহণযোগ্য হয় সেজন্য পদ্ধতিগতভাবে কতগুলো বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

সুপারিশ প্রসঙ্গে

পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির সুপারিশ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক এম, শামসুল হক বলেন, ১৯৭৪ সালে গৃহীত শিক্ষা কমিশন (কুদরতে খুদা কমিশন) রিপোর্টে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য যে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল, পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি তা অনুসরণ করে। সুপারিশ প্রণয়নের আগে কমিটি একটি বিস্তৃত প্রশ্নমালার মাধ্যমে ছাত্র, শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও প্রশাসকসহ সমাজের ২৮টি শ্রেণীর মতামত গ্রহণ করে। কমিটি অন্যান্য দেশে বিশেষ করে জাপান, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় (যেখানে সমতুল্য সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে) সরজমিনে গিয়ে কমিটির ৩টি দল সেসব দেশের প্রচলিত পরীক্ষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণগুলো কম্পিউটারের মাধ্যমে করা হয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিধি সম্মেলনে এর ফলাফল আলোচনা করা হয়।

তিনি বলেন, পরিশেষে জরিপ এবং জনপ্রতিনিধিদের সাথে প্রত্যক্ষ আলোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত মতামতের আলোকে কমিটি তাদের সুপারিশ প্রণয়ন করে। এই সুপারিশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বর্তমানে প্রচলিত সম্পূর্ণ রচনাধর্মী প্রশ্নের পরিবর্তে রচনাধর্মী নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত জবাবের মিশ্রণে প্রশ্নপত্রের সংস্কার। তিনি বলেন, এই ধরনের সংস্কারের সুপারিশ কুদরতে খুদা কমিশনের রিপোর্টেও রয়েছে। পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের এই প্রস্তাবটি সংস্কারের প্রাণকেন্দ্র বলা চলে। এই সংস্কার প্রবর্তিত হলে যেকোন বিষয়ে বর্তমানে প্রচলিত একটি প্রশ্নপত্রের পরিবর্তে একাধিক প্রশ্নপত্র থাকবে। এর ফলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

কমিটির দ্বিতীয় সুপারিশের কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক এম, শামসুল হক বলেন, নৈর্ব্যক্তিক এবং সংক্ষিপ্ত জবাবের জন্য প্রশ্ন সংখ্যা এত অধিক হবে, যার ফলে নকল করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

তৃতীয় সুপারিশ সম্পর্কে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে কুদরতে খুদা কমিশনেরও সুপারিশ ছিল। আন্তঃপরীক্ষার নির্ভরশীলতা সম্পর্কে জঃ মনে কিছু সন্দেহের অবকাশ আছে। এ সম্পর্কে কমিটি সম্পূর্ণ অবহিত ছিল। কিন্তু আন্তঃপরীক্ষা পরিচালনায় এবং সার্বিক ফলাফল সম্পর্কে কমিটি যে সুপারিশ করেছে তাতে আন্তঃ পরীক্ষার ফলাফলের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে কমিটির বিশ্বাস।

চতুর্থ এবং অন্যান্য সুপারিশ সম্পর্কে অধ্যাপক এম, শামসুল হক বলেন, বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে যে কোন একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পরীক্ষার্থীকে পরবর্তী সময়ে আবার সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। আমাদের সামাজিক পরিস্থিতি এবং অন্যান্য উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা বিবেচনা করে কমিটি সুপারিশ করে যে, একজন পরীক্ষার্থী যে বিষয়ে অকৃতকার্য হবেন, পরবর্তী কালে সে বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। এছাড়াও কি করে পরীক্ষার পরিবেশ এবং শ্রেণীকক্ষে উন্নতি সম্পর্কেও কমিটি আরো গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন।